আনন্দবাজার পত্রিকা ৯ অগ্রহায়ণ ১৪১৩ শনিবার ২৫ নভেম্বর ২০০৬

অন্যরকম ১...

মনে পড়ে

১৫০ বছরের শিবপুর বি ই কলেজকে ঘিরে কত অজানা ঘটনা ও স্মৃতি। লিখছেন

দেবাশিস দত্ত

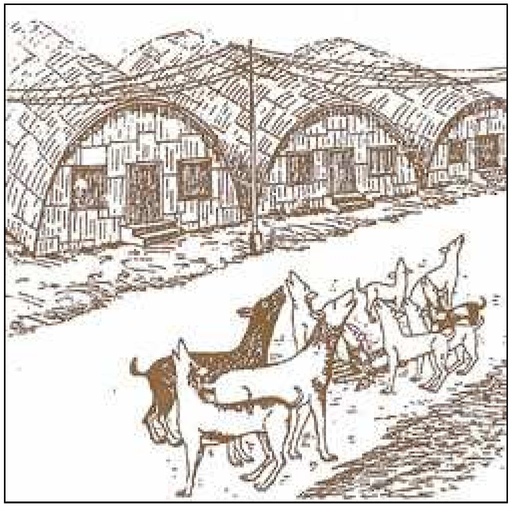

‘ম্যাক’-এর ছেলেরা সুপারের কোয়ার্টারে ‘হাউই’ বাজি ছুড়েছে। সুপারের ফোন পেয়েই প্রিন্সিপাল নিজের জিপ চালিয়ে এগোলেন ম্যাকডোনাল্ড হস্টেলের দিকে। সঙ্গে আমি। রাত ১০টায় যেমন হস্টেলের আলো নিভে যায় তেমনই নিভেছে। তাই ঘুটঘুটে অন্ধকার। পুজো সবে কেটেছে। শীত- শীত চারদিক। ছেলেরা ওই অন্ধকারে এখন গা-মাথা মুড়ি দিয়ে। প্রিন্সিপাল মশাই কঠিন কণ্ঠে সবাইকে হস্টেল থেকে বের করে দিলেন। তার পর কলেজ থেকে বেরিয়ে যেতে বলে গাড়ি চালিয়ে চলে গেলেন। কোনও ছাত্রের একটা শব্দও উচ্চারণের সাহস হল না। শুধু যাবার সময় আমাকে চুপিচুপি বললেন, আধ ঘণ্টা পরে ওদের হস্টেলে চলে যেতে বোলো। অদ্ভুত তাঁর ব্যক্তিত্ব ! বাইরে কঠিন-কঠোর। আসলে ভীষণ ছাত্রদরদি। এই প্রিন্সিপাল

কে জানেন? অধ্যাপক অতুলচন্দ্র রায়। স্মৃতিচারণ করলেন অধ্যাপক শংকর সেন।

“যেটা সব থেকে ইন্টারেস্টিং ছিল, সেটা হল আমাদের হস্টেল লাইফ। আজ তা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তাই বি ই কলেজের আজ এই অবস্থা,” অকপটে স্বীকার করলেন শংকর সেন। একটু থেমেই বলতে লাগলেন: “কারণ, এটা ছিল একটা সম্পূর্ণ আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। শুধু ছাত্ররা নয়। শিক্ষক, আধিকারিক, কর্মচারী— সবাইকে এই ক্যাম্পাসে থাকতে হত। তাতেই তো সম্পর্ক তৈরি হয়! হৃদ্যতা বাড়ে। ছাত্ররা আমাদের বাড়িতে সব সময় আসা যাওয়া করত। তারা ছিল আমাদের সন্তানের মতো। মিশলেই দেখেছি ওদের সমস্যার অনেকটাই সমাধান হয়ে যায়। কিন্তু আজ তা কোথায়?” এ আক্ষেপ অধ্যাপক সেনের। ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ছাত্র হিসেবে তিনি বি ই কলেজে কাটিয়েছেন ১৯৪৪ থেকে ১৯৪৮। তার পর এখানেই অধ্যাপনা। ’৫৫ থেকে ’৮৬। পরে যাদবপুরের উপাচার্য, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যুৎমন্ত্রকের দায়িত্ব ইত্যাদি।

শান্তনু চট্টোপাধ্যায় ’৬১ থেকে ’৬৪— এই চার বছরের স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে বললেন: “অঙ্কের অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র চক্রবর্তী, পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক পি কে চট্টোপাধ্যায় আর অধ্যাপক শংকরসেবক বড়ালের কথা খুবই মনে হয়। অধ্যাপক বড়ালের বাড়ির দরজা আমাদের জন্য ছিল সব সময় খোলা। ক্লাসের পরে বাড়িতে শুধু পড়াতেন না, আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থাও করতেন। অধ্যাপক বড়ালের কোয়ার্টারে এক দিনের একটা ঘটনা খুব মনে পড়ছে। সকালবেলা। পদার্থবিদ্যার না- বোঝা কিছু বিষয় নিয়ে হাজির হয়েছি ওঁর কোয়ার্টারে। ঘন্টা তিনেক পড়াশোনা চলল। উনি বললেন: ‘পড়ো। পড়ো। আমি ততক্ষণে স্নানটা সেরে আসি। এক সঙ্গে খাব।’ আমি অবশ্য খেতে অনীহা প্রকাশ করে লজ্জিতই হয়েছিলাম। তারপর খাওয়া শেষে আবার সেই পড়া। আমার না বোঝা অংশটুকুতে ওঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। একটুও বিরক্ত না হয়েই ‘আরও সহজ করে বোঝাতে হবে’ বলে বিষয়টা একদম মনের মধ্যে গেঁথে দিলেন। সত্যি বলছি, ‘আরও সহজ করে বোঝানো’টা যে কী তা তখনই বুঝেছিলাম।”

“একটা মজার কথা বলি?” জিজ্ঞেস করলেন ফিফটিফোর মেকানিক্যাল পাশ- আউট আজকের প্রথিতযশা সরোদবাদক বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত। সকলের তখন উদগ্রীব অভিব্যক্তি। বলতে শুরু কর লেন: “মেকানিক্যালের বড়কর্তা তখন আর জি পি এস ফেয়ারবার্ন। আমরা আড়ালে ডাকতাম র সগোল্লা পান্তুয়া সন্দেশ ফেয়ারবার্ন। পরিশ্রমী কোনও দাদার ড্রইং সংগ্রহ করে সেগুলোকে বে মালুম টুকলিফাই করতে আমরা অভ্যস্ত ছিলাম। তার জন্য দুটো পদ্ধতি অনুসরণ করতাম। এক, কাঁটা-মারা। দুই, চাপান দেওয়া। ‘কাঁটা-মারা’ হল ডিভাইডার দিয়ে অন্যের ড্রইং- এর বিভিন্ন অংশের মাপ বেমালুম তুলে নিয়ে তাই দিয়ে নিজের ড্রইং তৈরি করা। আর ‘চাপান দেওয়া’ সহজ কথায় ‘ট্রেস’ করা। টুলকে উল্টিয়ে মাটিতে রাখতাম। আকাশের দিকে উঁচিয়ে থাকা চার

টি পায়ার ওপর একটা বড় মোটা স্বচ্ছ কাচ চাপিয়ে দিতাম। কাচের নীচে টুলের ভেতরেই ১০০ ওয়াটের বাল্ব জ্বালিয়ে কাচের উপর দাদাদের করা ড্রইং রেখে তার ওপর নিজের ড্রইং শিটটা রাখতাম। এ বার শুধুই পেন্সিল বুলিয়ে যাওয়া।

অধ্যাপকরা ছাত্রদের এই কর্মকলাপের কথা জানতেন। কিন্তু নকল করার প্রমাণ না থাকায় কিছু বলতে পারতেন না। এমনই এক ড্রয়িং নিয়ে আমাদের এক সহপাঠী এসেছে অধ্যাপক ফেয়ার বার্ন-এর কাছে। 'ইজ ইট অলরাইট স্যার?' জিজ্ঞেস করল। 'ইয়েস... ভেরি বিউটিফুল ওয়ার্ক... বাট...' বলে সাহেব বাংলার পাঁচের মতো হাসি হেসে লাল পেন্সিলে ড্রইং-এর নীচে ডান কোনায় বড়সড় একটা রসগোল্লা আঁকলেন। দেখা গেল, সহপাঠী অসাবধানতাবশত ড্রইং- এর মূল রচয়িতার নাম, রোল নম্বর, ইয়ার কপি করে ফেলেছে।"

চুপ করে শুনছিলেন ইলাদি। ইলা ঘোষ (মজুমদার)। বি ই কলেজের প্রথম মহিলা ছাত্রী। প্রিন্সিপাল ড. সুধীররঞ্জন সেনগুপ্তকে পরিচয় করিয়েছিলেন এই বলে: 'অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ছিল ওঁর। এক দিকে দারুণ গাম্ভীর্য। ছাত্রদের কাছে টেরর। অন্য দিকে ভীষণ ভালমানুষ।' ইলার কথায়, "তখনকার ছাত্র আর আজকের ছাত্রের মধ্যে আকাশ- পাতাল তফাত। কেমন সুন্দর স্বভাবের ছিল ওরা। যেমন ডিসিপ্লিন্ড তেমন শান্ত, লাজুক প্রকৃতির। কোনও মন্তব্য বা অসভ্য আচরণ তো ছেলেদের কাছ থেকে পাইনি!"

আলোচনার প্রসঙ্গ চলে গেল র‍্যাগিং-এ। কেমন ছিল সেই পুরনো বি ই কলেজের র‍্যাগিং? বি ই কলেজ স্টুডেন্টস ইউনিয়ন- এর প্রাক্তন সভাপতি শান্তনুবাবুর ভাষায়: "ইয়ার্কি ঠাট্টা। অশ্লীল শব্দের ব্যাখ্যা। না পারলে ওঠবস। এই পর্যন্ত। শারীরিক বা মানসিক নির্যাতনের কোনও সম্ভাবনাই ছিল না।" বুদ্ধদেববাবুর মতে, "ব্যাপারটা ছিল বুদ্ধির খেলা। উদ্দেশ্য: আমাদের সঙ্গে তুমিও এক হয়ে যাও। যেমন একটা উদাহরণ দিই। বনফুলের দ্বিতীয় পুত্রকে স্টেজে দাঁড় কর ানো হল। বলা হল 'আমি বনফুল গো...' গানটি 'বাবা বনফুল গো...' উচ্চারণ করে গাইতে। এই ঘটনাটা ঘটেছিল অবশ্য র‍্যাগিং পর্ব শেষে সারা কলেজের ছাত্রদের নিয়ে যে 'ফ্রেশারস গ্যাদারি ং' হত, তাতে।"

কালের গতির সঙ্গে নতুন নতুন ঘটনার ভিড়ে স্মৃতিগুলো অনেকটাই ফিকে হয়ে গিয়েছে। তবু দেড়শো বছরে সেই পুরনো দিনগুলো ফিরে এল আরও এক বার। বুদ্ধদেববাবু হঠাৎ বলে উঠলেন, "কলেজ তো আমার ইনস্ট্রুমেন্ট বাজানো বন্ধই করে দিচ্ছিল। কলেজ হস্টেলের নিয় মাবলির অন্যতম শর্ত হল: হস্টেলে ইনস্ট্রুমেন্ট নিষিদ্ধ। মাথায় বজ্রপাত। কলেজ ছাড়তে হবে? বাবা- মার সঙ্গে আলোচনাও হল। অবশেষে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং- এর বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক করুণাময় রায় সুরাহা করলেন। মনে পড়ে, তিনি বললেন, 'আমার কোয়ার্টারে একটা ছোট ঘর

আছে। যন্ত্রটা তুমি সেখানে রেখো। রোজ ক্লাস শেষ হয়ে যাবার পর চারটে থেকে ছ'টা ওই ঘরে বসেই রেওয়াজ করবে। তবে ছ'টার পর এক মিনিটও নয়।' প্রথম সাত- আট মাস আমি তা- ই করেছি। সেই হস্টেল লাইফ আজ আর নেই। নেই সেই পরিবেশ। সেই মানসিকতাও।"

স্কেচ: সোমেশ রায়
ছবি সৌজন্যে: বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত

অন্যরকম প্রকাশিত হয় শনিবার

First Page | Calcutta | State | Uttarbanga | Dakshinbanga | Bardhaman
Purulia | Murshidabad | Medinipur | National | Business | Foreign
Sports | Today | Editorial | Reviews | Patrika | Rabibashariya
Horoscope | Crossword | Comics | Feedback | Archives
About Us | Advertisement Rates | Font Problem